দৈনিক সংবাদ

261

18 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ...

চিঠিপত্রে

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে প্রশ্ন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় যারা শতকরা ৫৫ নম্বর পেয়েছে তাদের মাসিক ২০০ টাকা বৃত্তি দেয়া হবে বলে বিপ্তপ্তি দিয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা যখন প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হয় তখন সর্বোচ্চ শতকরা ৬৪'৫ নম্বর পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তৃতীয় বর্ষে উত্তরণের বেলায় কেউ শতকরা ৫৫ নম্বর পায়নি। উল্লেখ্য ফল প্রকাশের পর কর্তৃপক্ষ বৃত্তির জন্যে এই বিজ্ঞপ্তি দেন। তা হলে কি বলব কর্তৃপক্ষ ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত নাম্বারের ফর্দ দেখেই ছাত্রছাত্রীদের সাথে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রতারণা করলেন। নচেৎ প্রথম বর্ষের ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের কোনো উদ্যোগ নেন নি, দ্বিতীয় বর্ষের বেলায় উদ্যোগ নিলেন ঠিকই যখন দেখলেন কাউকে বৃত্তি প্রদানের প্রয়োজন হবে না। আসলে ব্যাপারটা কি কর্তৃপক্ষ বুঝিয়ে বলবেন কি?

জনৈক ছাত্র,
অর্থনীতি বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রশিক্ষণ ছাড়া সুষ্ঠু ও সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। আর সঠিক পদ্ধতিবিহীন শিক্ষাদান কখনও কখনও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না।

বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিহীন শিক্ষকদের দেখা যায় উচ্চতর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে ধরা হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন বি,এ,বি,এড শিক্ষক ১৩৫০ টাকা স্কেলে বেতন পান, কিন্তু একজন এম,এ পাস শিক্ষকও ১০০০টাকা স্কেলে বেতন পান। সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রেষণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও বাধ্যতামূলক। এ সমস্ত ব্যবস্থা হতে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। তাঁদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতা আমি দেখাতে চাই না। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, "একজন ভাল ছাত্রই একজন ভাল শিক্ষক নন।" একজন ভাল শিক্ষকের অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা ছাত্র জীবনে কেবল পড়াশুনার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে অনেকগুলো টি,টি, কলেজ আছে যেখানে বি, এড ট্রেনিং দেয়া হয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ সম্ভবত দু'টি কলেজেও এম, এড ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশে একমাত্র টি,টি কলেজের শিক্ষক ছাড়া এম, এড কোথাও কোন চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। টি,টি কলেজেও এম, এড বাধ্যতামূলক নয়, শুধুমাত্র ডিগ্রী পাস প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন কথাই উল্লেখ থাকে না। এমন কি মাধ্যমিক শিক্ষকদের মত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কোন অগ্রাধিকার বা সুবিধাও প্রদান করা হয় না, এখন আমার প্রশ্ন শিক্ষকদের জন্য যদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ (এম, এড) গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না? সে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলকই হোক বা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবেই বিবেচনা করা হোক। এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অঞ্জনা সাহা ও সুশান্ত কুমার রায়, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশ করা হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফল অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯৮৮ সালের পরীক্ষাও যথারীতি শুরু হয়েছে। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা ১৯৮৮ সালের ১৬ই এপ্রিলে শুরু হয়ে যথাসময়ে শেষ হলেও এর ফল আজও প্রকাশিত হয়নি। '৮৮ সালের পরীক্ষার আজও কোন খোঁজ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সীমাহীন শিথিলতার জন্য হয়ত নানা কৈফিয়ত দিবেন। তারা বলবেন, 'নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। শিক্ষকগণ যথাসময়ে উত্তরপত্র দেখে দেননি ইত্যাদি।' এ ধরনের অজুহাত এবং অসুবিধা যাই থাকুক না কেন, ছাত্রছাত্রীদের জীবনের অমূল্য সময়ের চেয়ে তা কখনও বড় নয়। ডিগ্রী পাস পরীক্ষার ফল প্রকাশে এই অহেতুক বিলম্ব ছাত্রছাত্রীদের জীবনে হতাশা ডেকে এনেছে।

শিক্ষাবোর্ড [illegible] নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পর তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করছে। এ ব্যাপারে বোর্ড প্রশাসন ধন্যবাদার্হ।

রাজনৈতিক হিংসা, হানাহানিতে বিক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস, প্রশাসনিকভবন অবস্থিত থাকায় পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সুতরাং সদিচ্ছা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকগণের পক্ষে যথাসময়ে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সুতরাং এ ধরনের দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিক্ষাবোর্ডের মত ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ভিন্নতর প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপনের সুপারিশ করছি এবং সেইসঙ্গে সকলের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফল সত্বর প্রকাশের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্র, কু, সা,
নওগাঁ সরকারী কলেজ।

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র